সংবাদ

তারিখ ... 8 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

নতুন পদ্ধতিতে এসএসসির খাতা মূল্যায়ন শিক্ষার মান বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। ১০ বোর্ডে এ বছর গড়ে পাস করেছে ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছরের চেয়ে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ কম শিক্ষার্থী পাস করেছে এবার। জানা গেছে, নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার কারণে এবার পাসের হার কমেছে। অবশ্য কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ফল বিপর্যয় সারাদেশের গড় পাসের হারে প্রভাব ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এবার তিন ক্যাটাগরির মডেল উত্তরপত্র তৈরি করে পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উত্তরপত্র দেখার জন্য গাইডলাইন করা হয়েছে। প্রান্তিক নাম্বার পূর্ণ করার বা পাস করিয়ে দেয়ার প্রবণতায় রাশ টেনে ধরা হয়েছে। এসবের প্রভাবেই এবার পাসের হার কমে গেছে।

পাসের হার কমলেও নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষাবিদরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করছেন, এর মাধ্যমে মেধার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, উত্তরপত্র মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতিতে মেধার যথার্থ যাচাই হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, পাসের হার বাড়িয়ে দেখানোর জন্য ঢালাওভাবে নম্বর দেয়া হচ্ছে। এমনও শোনা গেছে, পরীক্ষার্থী যা-ই লিখুক না কেন, তাকে পাস করিয়ে দেয়ার জন্য পরীক্ষককে নির্দেশনাও দেয়া হতো। এ প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন এক ধারণা গড়ে ওঠেছিল যে, পরীক্ষায় উপস্থিত হলেই পাস করা যায়, জিপিএ-৫ পাওয়া যায়। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছিলাম, পাসের হার বাড়ানোর চেয়ে পড়ালেখার মান বাড়ানো জরুরি। শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করতে হলে উত্তরপত্র যথার্থভাবে মূল্যায়ন করার বিকল্প নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে শেষ পর্যন্ত উত্তরপত্র যথার্থভাবে মূল্যায়নের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে সেটা একটা ভালো দিক। উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত এবং কার্যকর করা যায় কিভাবে সেটা দেখতে হবে। পরীক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে সরকার যেমন মনোযোগী হয়েছে তেমন যথার্থ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পাঠ্যবই প্রণয়ন এবং শ্রেণীকক্ষে মানসম্মত পাঠদানেও মনোযোগী হবে বলে আমরা আশা করি। সম্প্রতি সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, পরিমার্জন করা হয়েছে। এটা কাম্য নয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এখনও কাঙ্ক্ষিত রূপ পায়নি। যে কারণে কোচিং-গাইড বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এসব বিষয়ের যৌক্তিক সুরাহা করে সরকার শিক্ষার সার্বিক মান বাড়াতে উদ্যোগী হবে– এটা আমাদের আশা।